গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অধিদপ্তর: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ তথ্য (বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়)।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	ডিজিটাল হেলথ কার্ড সেবা সহজিকরণ পদক্ষেপ। (বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২)।	২০২০ সালের ১৭ মার্চ মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনাব জাহিদ মালেক মহোদয়ের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (MFSTC)-তে ডিজিটাল হেলথ কার্ড সেবা শুরু হয়। প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের কাছ থেকে হেলথ কার্ড বাবদ ৫০ টাকা নেয়া হয়। এর যাবতীয় আনুষাঙ্গিক ব্যয় যেহেতু সমাজসেবা বিভাগ নির্বাহ করে থাকে। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আয়কৃত অর্থ সমাজসেবা বিভাগে জমা দেয়া হয়ে থাকে। এই ফান্ড গরীব রোগীদের চিকিৎসার টাকা, ঔষধপত্র ও অন্যান্য সেবাদান কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রতিটি রোগীর (গর্ভবতী মায়ের) ডিজিটাল হেলথ কার্ড-এ তাদের রঙ্গিন ছবি সম্বলিত পরিচিতি থাকে, ফলে সেবাপ্রদানকারীদের হেলথ কার্ড অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে সেবা প্রদান সহজতর হয়।	ডিজিটাল হেলথ কার্ড-এর মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে। হেলথ কার্ড-এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ নিম্নলিখিত সুবিধা পেয়ে থাকেনঃ ১। দ্রুত সেবা গ্রহণ ও প্রদানঃ হেলথ কার্ড-ধারী তাদের জন্য আলাদা Counter আছে (1st track)। যার ফলে রোগীদের নতুন করে তথ্য দেয়ার জন্য কিউতে থাকতে হয় না। ২। কাগজপত্রের ঝামেলা থাকে নাঃ অনেক সময় দেখা যায় রোগীর শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট হারিয়ে ফেলে বা নষ্ট হয়ে যায় অথবা রিপোর্ট বহন করতে চান না। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র হেলথ কার্ড-টি সাথে আনলেই সেবা গ্রহণ সহজতর হয়।	হ্যাঁ, পাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৬,০০০ জন গর্ভবতী মা-কে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২২,৩৯১ জন গর্ভবতী মা-কে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।	MFSTC'র নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে সকল ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও পরিচালিত করা হয়। http://45.251.56.12:9191/BD_Hospital_MFSTC সিস্টেমে প্রবেশের জন্য ব্যবহারকারীর ইউজার নাম ও পাসওয়ার্ড আবশ্যক হয়।	বাস্তবায়নকারী: MFSTC-মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
			৩। রোগীর ইতিহাসঃ ডাক্তার/সেবাপ্রদানকারী রোগীর হেলথ কার্ড-টি স্কেন করে আগের সব রোগের বা চিকিৎসার ইতিহাস জানতে পারেন এবং আগে কোন ডাক্তার কী সেবা ও ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তা জানতে পারেন। ৪। তথ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষাঃ আজকের দিনে তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। তাই হেলথ কার্ড-এ যে তথ্য থাকবে তা রোগী না চাইলে অন্য কেউ জানতে পারবে না।			
০২.	ডিজিটাল হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (DHMIS)। (বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২)	মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (MCHTI) ও ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতালে আগত সকল রোগীদের ৫(পাঁচ) টাকায় স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের মাধ্যমে আউটডোর ও ইনডোরের সম্পূর্ণ সেবা ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে প্রদান করা ও তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।	হ্যাঁ, সেবা/ আইডিয়াটি মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (MCHTI), লালকুঠি, মিরপুর-এ কার্যকর আছে।	হ্যাঁ, সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	MCHTI, লালকুঠি, মিরপুর-এর নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে সকল ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও পরিচালিত করা হয়।	বাস্তবায়নকারী: এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা।
০৩.	নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর অনলাইন পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার “মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা”	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রার (এসডিজি) ৩.১ ও ৩.২-এ মাতৃ মৃত্যু এবং নবজাতক মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর লক্ষ্যে জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক স্থানীয়ভাবে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যু রোধে উল্লেখিত উদ্ভাবনী ও ইতিবাচক কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। ঐতিহ্যগতভাবে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ বিভিন্ন ধরণের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ভিত্তিক এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে।	http://www.pregnantmothercare.gov.bd/	বাস্তবায়নকারী: জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, চাঁদপুর।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	(রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)।	ভিত্তিক কাজ করে থাকে। কিন্তু চাঁদপুর পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ www.pregnantmthercare.gov.bd নামক মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার চালু করেছে। যাতে ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস পায় । জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁদপুর এবং জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর মহোদয় এ সকল তথ্য অনলাইনে মনিটরিং করে থাকেন । সফটওয়্যারে সকল তথ্য কালার কোডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। হালনাগাদকৃত সফটওয়্যারে শিশুর বিদ্যালয় গমনের তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম শুরু হয় চাঁদপুর সদর উপজেলার লক্ষীপুর মডেল ইউনিয়নে ২০১৭ সালের জুন মাসের ০৫ তারিখ। জুন'১৭ হতে নভেম্বর'১৭খ্রিঃ পর্যন্ত সফলভাবে পরীক্ষামূলক কার্যক্রমশেষে ডিসেম্বর'১৭খ্রিঃ হতে চাঁদপুর জেলার ০৮টি উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নে এ প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তিতে মে'২০১৯ খ্রিঃ মাস হতে সফটওয়্যারটি সম্পূর্ন নতুন আঙ্গিকে বাংলায় "মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা" নামে হালনাগাদ করা হয় এবং হলনাগাদ সফটওয়্যারে চাঁদপুর সদর ও হাজীগঞ্জ উপজেলার ০১টি করে ০২টি ইউনিয়নে উল্লেখিত কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তিতে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা এপ্রিল'২০২০ খ্রিঃ মাস হতে জেলাধীন হাজীগঞ্জ উপজেলার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ০২দিন ব্যাপী				

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক উক্ত কার্যক্রম হাজীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থপনা কার্যক্রম চাঁদপুর জেলার ০৮টি উপজেলার সর্বমোট ২০টি ইউনিয়নে চলমান । নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হওয়ায়, মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যু পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কার্যক্রমটি দলগত অবদানের জন্য কারিগরি ক্ষেত্রে **জনপ্রশাসন পদক-২০১৯** অর্জন করেছে। সফ্টওয়্যারটি নিয়মিতভাবে হালানাগাদ করা হয়ে থাকে।				
০৪.	দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুলাই ২০২১)	সংক্ষিপ্ত বিবরণ: স্থানীয় সরকারের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং ব্যাপক জনসচেনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইউনিয়নটিকে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী সেবায় (জিরো হোম ডেলিভারী) আওতায় নিয়ে আসা। এ কার্যক্রমের আওতায় গর্ভবতী মাদেরকে বাড়িতে প্রসবের ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি যেকোন প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ প্রসব সেবা গ্রহণে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, তাঁর পরিষদ, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গ্রাম্য দাইসহ ব্যাপক জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। ইউনিয়নের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রধান প্রতিষ্ঠান দুর্গাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে ২৪/৭ প্রসবসেবা প্রদানের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং কেন্দ্রটি দেশের অন্যতম সেরা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইউনিয়নের গর্ভবতী মাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ‘মাতৃত্বকালীন সেবা কার্ড’ চালু এবং বিতরণ করা হয়।	আইডিয়াটি কার্যকর আছে। আইডিয়াটি নোয়াখালী জেলার ৪০টি ইউনিয়নে চলমান আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে।	প্রযোজ্য নয়।	প্রকল্প এলাকা : দুর্গাপুর ইউনিয়ন, বেগমগঞ্জ উপজেলা, নোয়াখালী। বাস্তায়নকারী: জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নোয়াখালী, জেলা ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		দরিদ্র গর্ভবতী মাদের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানকল্পে বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়। শক্তিশালী রেফারেল সিস্টেম চালু করা হয়।				
০৫.	'মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল' (ক) গর্ভবতীর আয়না' ও (খ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)।	এই কার্যক্রমের আওতায় কাপাসিয়া উপজেলার সকল গর্ভবতী মাকে 'গর্ভবতীর আয়না' নামক সফটওয়্যারে প্রত্যেক গর্ভবতীর ৩৭ টি তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল গর্ভবতীকে কমপক্ষে ৪ বার প্রসবপূর্ব সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে দরিদ্র গর্ভবতী ঝুকিপূর্ন মাকে আলাদাভাবে সনাক্ত করার মাধ্যমে বিশেষ সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। গর্ভবতীর আর্থ সামাজিক তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য থাকায় সফটওয়্যারের মাধ্যমে হত দরিদ্র গর্ভবতী মাকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক দরিদ্র গর্ভবতীর তালিকা উপজেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তরে প্রেরণ করার মাধ্যমে শতভাগ সরকার প্রদত্ত ভাতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। 'গর্ভবতীর গয়না' নামক মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা এর মাধ্যমে প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবপরবর্তী সকল প্রয়োজনীয় তথ্য গর্ভবতী মায়ের হাতের মুঠোয় থাকছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নিরাপদ মাতৃত্ব দেয়াল স্থাপন এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক গর্ভবতীর মা সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে গর্ভকালীন মা ও সর্বসাধারনের কাছে তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে।	http://gorvobotirayena-kapasia.com	বাস্তবায়নকারী: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		মাতৃমৃত্যুমুক্ত কাপাসিয়া মডেল কার্যক্রমের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। "মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি **'জনপ্রশাসন পদক- ২০২০'** অর্জন করে।				
০৬.	পোশাক কারখানায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্ণার স্থাপন ও সেবা প্রদান। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুলাই ২০২১)	শিল্প নগরী নারায়ণগঞ্জ জেলায় শত শত গার্মেন্টস শিল্প রয়েছে। আর এ গার্মেন্টস কারখানায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। দিনে ও রাতের বেশির ভাগ সময়ই শ্রমিকরা কাজে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু গার্মেন্টস কর্মীরা বিশেষত নারী কর্মীরা দিনের বেলায় তাদের কর্মস্থলে থাকেন সেহেতু পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মীগনের পক্ষে নিয়মিত তাদের সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয় না। এ জন্য ১০ টি পোশাক শিল্পে স্যাটেলাইট কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৮০ হাজার শ্রমিককে নিম্নলিখিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ভিত্তিক বিনামূল্যে সেবা প্রদান। খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকশন, আইইউডি, ইমপ্ল্যানন এবং স্থায়ী পদ্ধতির জন্য সেবা কেন্দ্রে রেফার। ২। পুষ্টিগত সেবা প্রদান এবং Iron, Folic Acid, Vit-B Complex, Calcium-সহ প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ। ৩। মাসিক নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান। ৪। প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা। ৫। মাসিক কালীন সচেতনতা মূলক কার্যক্রম ও স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ। ৬। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধমূলক অবহিতকরণ কর্মশালা।	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	প্রযোজ্য নয়।	বাস্তবায়নকারী: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		৭। নারীর প্রতি সহিংতা প্রতিরোধমূলক অবহিতকরণ কর্মশালা। ৮। প্রসবপূর্ব (ANC) ও প্রসব পরবর্তী (PNC) চারবার চেকআপ। ৯। প্রসব সেবার জন্য মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে রেফার। বিনামূল্যে নরমাল ডেলিভারী ও সিজার ব্যবস্থা করা। ১০। প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা। ১১। RTI (Reproductive Transmitted Infection) & STI প্রতিরোধ (Sexual Transmitted Infection). ১২। সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক সচেতনতার জন্য ICC/BCC Materials বিতরণ করা হয়। ১৩। সাধারণ রোগীদের বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়।				
০৭.	বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন : জুলাই ২০২১)	কুষ্টিয়া তথা বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষার কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। বাংলাদেশে জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের উচ্চ হারের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে বাল্য বিবাহ, অল্পবয়সে যৌন সহবাস, অধিক সন্তান জন্মদান, যৌনবাহিত রোগসমূহ এবং নিম্ন আর্থ সামাজিক অবস্থা যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সর্ম্পকিত। এ লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এর গাইনি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সকল মহিলা এসএসিএমও এবং এফডব্লিউভিদের জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) বিষয়ক ১০ দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ	আইডিয়াটি কার্যকর/চলমান আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	প্রযোজ্য নয়	বাস্তবায়নকারী: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপপরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হয়। এই সেবা কার্যক্রম এর সাথে সাথে খুব সহজেই সেবা গ্রহীতাকে কাউন্সেলিং এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে উল্লেখিত সেবা গ্রহণের জন্য সেবাগ্রহীতাকে জেলা হাসপাতালে যেতে হতো কিন্তু নিজ ইউনিয়নে/গ্রামে বিনামূল্যে সেবা প্রাপ্তিতে সময়, ব্যয় এবং ভিজিটের সংখ্যা কমে যাবে। তাই (TCV) কে বিবেচনা করে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ২৫-৪৯ বছর বয়সী সকল মহিলাকে বিনামূল্যে জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং এর আওতায় এনে এই মরণ ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কম সময়ে, কম খরচে একদিকে মহিলা/মা-কে সেবা দেওয়া যায় অন্যদিকে যথোপযুক্ত মোটিভেশনের মাধ্যমে বিভাগীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে। ফলে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ভূমিকা রাখবে। **নতুনত্ব (Novelty/Value addition):-** বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এটাই প্রথম। উল্লেখ্য এই সেবার সাথে সমন্বয় (linkage) করে দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি করার ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল উদ্ভাবিত				

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		হয়েছে যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রমে ভিন্ন মাত্রা (new dimension) যুক্ত করবে।				
০৮.	প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি ড্রপআউট হার কমানো (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুন ২০১৭)	গ্রাম পর্যায়ে গর্ভবতী ,গর্ভত্তোর মায়ের যথাযথ সেবা পাচ্ছেনা । এমনকি তারা অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বা প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ব্যাক্তিদ্বারা ডেলিভারী করার ক্ষেত্রে অসচেতন , অনাগ্রহী । সেবা প্রদান কারীরা ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক নন । ফলে সকল মায়ের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চত করা সম্ভব হচ্ছে না এমনকি নবজাতক অসুস্থতায় ভুগছে মারাও যাচ্ছে । অন্যদিকে খাবার বড়ি গ্রহনকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী কিন্তু মায়েদের খাবার বড়ি দৈনিক খেতে ভুলে যাওয়া । বড়ি খাবার নিয়মাবলী সঠিক ভাবে না জানা , ফলোআপ ও খাবার বড়ি যথাসময়ে না পাওয়ায় অনাকাংখিত গর্ভধারনের ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি বাধার সম্মুখিন হচ্ছে সুতরাং সুস্থ সবল মা ও শিশু সহ দুই সন্তানের পরিবার গড়তে যেমন গর্ভবতী মায়ের যথাযথ সকল সেবা নিশ্চিত করা ও খাবার বড়ি যেহেতু মায়েদের একটি পছন্দনীয় পদ্ধতি এবং বাড়ি বসেই পায় । এতদব্যতিত অনান্য সকল পদ্ধতির (অস্থায়ী ও স্থায়ী) তুলনায় খাবার বড়ির সরকারী খরচ কম । অন্য পদ্ধতি গ্রহণের জন্য মায়েদের জেলা শহর বা নির্দিষ্ট ক্লিনিকে যেতে হয় । এই দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি গ্রহনকারীর ড্রপ আউটের হার কমানোর জন্য কিছু Strategy develop করা হয় ।	কার্যকর/চলমান আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে ।	প্রযোজ্য নয়।	বাস্তবায়নকারী: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		কম সময়ে , কম খরচে বেশি মানুষকে সেবা দেওয়া যায় (TCV) । এই সমস্ত বিশ্লেষণ করে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে । সাফল্য: এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ করে এবং জনপ্রশাসন পদক-২০১৭ অর্জন করে।				

০৪/১০/১৮

(নিরঞ্জন বন্ধু দাম)
পরিচালক (এমআইএস) ও ইনোভেশন অফিসার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ফোন: ০২-৫৫০১২৩৫২
ই-মেইল: dirmis@dgfp.gov.bd